মিরপুরে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে গলায় ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় শিউলি খাতুন
(২৬) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর স্বামী পল্লি চিকিৎসক আলামিনকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত ৩টার দিকে আল আমিনের মালিকানাধীন স্থানীয় হালসা ক্লিনিকের বাসা থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে লাশ পাঠানো হয়।

স্বজনদের অভিযোগ বিষয়টি আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে, শিউলিকে নির্যাতন করে হত্যার পর ফ্যানের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শিউলি খাতুন উপজেলার আমবাড়ীয়া ইউনিয়নের শাকদহচর গ্রামের আসাদুলের মেয়ে এবং একই এলাকার পল্লি চিকিৎসক আলামিনের চতুর্থ স্ত্রী।

শিউলির চাচা সাইদুল ইসলাম বলেন, কয়েক বছর আগে প্রবাসী এক ছেলের সঙ্গে শিউলির বিয়ে হয়। সেই ছেলে বিদেশে থাকায় শিউলির সঙ্গে আল আমিনের ঘনিষ্ঠতা হয়। একপর্যায়ে তাঁরা বিয়ে করেন। বিয়ের পর শিউলি জানতে পারেন আল আমিনের আরও ৩ জন স্ত্রী রয়েছে। এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। মাঝে মধ্যে আল আমিন শিউলিকে মারধরও করত।

শিউলির চাচাতো ভাই রনি বলেন, ‘গত রাত ২টার দিকে আল আমিন ফোন দিয়ে জানান শিউলি আত্মহত্যা করেছে। এরপর আমরা আল আমিনের বাসায় গিয়ে দেখতে পাই ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আছে শিউলির লাশ। গলায় ওড়না প্যাঁচানো, তবে তাঁর পা খাটের সঙ্গে লেগে আছে। এভাবে কেউ আত্মহত্যা করে না। সন্দেহ হলে পুলিশকে খবর দিই।’

এ নিয়ে জানতে চাইলে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশেদ হাসান বলেন, ‘আত্মহত্যার বিষয়টি সন্দেহজনক। তাই আমরা শিউলির স্বামী আল আমিনকে আটক করেছি। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে থানায় তাঁর বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলার প্রস্তুতি চলছে।’

লালন শাহকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে কাজ করে যাচ্ছেন আবদুল হামিদ

আগামী ৩০ অক্টোবর রোববার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো হতে যাচ্ছে লালন উৎসব।

জ্যামাইকা পারফরমিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন লোক সংগীত ও লালন গানের কিংবদন্তী শিল্পী ফরিদা পারভীন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি থাকবেন বরেণ্য বংশীবাদক গাজী আবদুল হাকিম।

সম্প্রতি নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্তোরাঁয় জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে লালন ফকিরের ১৩২তম তিরোধান দিবসে লালন উৎসবের ঘোষণা দেন কুষ্টিয়া লালন একাডেমির আজীবন সদস্য ও লালন পরিষদ ইউএসএ’র আহ্বায়ক মো. আবদুল হামিদ।

আয়োজকেরা জানান, বর্তমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানবধর্মের অনুসারী, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব লালন ফকিরের দর্শন, চিন্তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়াই উৎসবের লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে গান, নাচ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, থিয়েটার শো, চিত্রকলা, তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভিন্ন আঙ্গিকে লালনকে উপস্থাপন করা হবে।

উৎসবে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন একুশে পদকপ্রাপ্ত সংগীতশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, বিজ্ঞানী ড. নূরুন নবী, ডা. জিয়া উদ্দিন, সংগীতশিল্পী মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম, সাংবাদিক ও গবেষক হাসান ফেরদৌস, ডা. সারোয়ারুল হাসান চৌধুরী, ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক লিডার অ্যাট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, কমিউনিটি বোর্ড সদস্য ডেমোক্র্যাট নেতা মোহাম্মদ এন. মজুমদার, নৃত্যশিল্পী অ্যানি ফেরদৌস, লায়ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আহসান হাবিব, শাহ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শাহ জে. চৌধুরী,

নাট্যব্যক্তিত্ব গার্গী মুখার্জি, গোলাম সারোয়ার হারুন ও ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা সুমন মুখোপাধ্যায়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেনের ছেলে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ফাহিম রেজা নূর, উৎসবের প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট নূরুল আমিন বাবু, টাইটেল স্পন্সর ইন্টার্ন ইনভেস্টমেন্টের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, আহ্বায়ক মো. আবদুল হামিদ, সমন্বয়ক গোপাল স্যানাল, স্বীকৃতি বড়ুয়া, দিনেশ চন্দ্র মজুমদার, সুখেন গমেজ ও হাসানুজ্জামান সাকী, সংগীত শিল্পী শাহ মাহবুব এবং সংস্কৃতিকর্মী ইসরাত জাহান।

‘এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে, যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান, জাতি গোত্র নাহি রবে’ শীর্ষক দিনব্যাপী উৎসবে সবার উপস্থিতি কামনা করেছেন আয়োজকেরা।

প্রসঙ্গত, বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহকে কে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান, কুষ্টিয়া লালন একাডেমির আজীবন সদস্য ও লালন পরিষদ ইউএসএ’র আহ্বায়ক মো. আবদুল হামিদ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আ’লীগ নেতাকে পিটিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ইন্তাজ আলী শেখ নামে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতাকে বাড়ির সামনে থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন ওই আওয়ামী লীগ নেতার ছেলে। রবিবার রাত ১০ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখের (৪৮) মৃত্যু হয়।

নিহত ইন্তাজ আলী শেখ ধরমপুর ইউনিয়নের মহিষাডোরা গ্রামের মৃত মোন্তাজ আলী শেখের ছেলে। তিনি ভেড়ামারা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়ন

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ধরমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাহাবুল আলম লালুর অনুসারী ছিলেন। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। এছাড়াও তিনি ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার (২২ অক্টোবর) রাত ১০ টার দিকে আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখ তার ছেলে শাকিলকে (২৫) সাথে নিয়ে ব্যবসায়িক কাজ শেষে ধরমপুর ইউনিয়নের মহিষাডোরা গ্রামে তার নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। এক পর্যায়ে বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছালে একদল দুর্বৃত্ত ইন্তাজ ও তার ছেলে শাকিলকে ধরে হাতুড়ি, রড, লাঠিসোঁটা দিয়ে মারপিট করতে করতে রাস্তায় নিয়ে আসে এবং সেখানেও তাদেরকে বেধড়ক মারপিট করে। এক সময় তারা নিস্তেজ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে মৃত ভেবে দুর্বৃত্তরা তাদের সেখানে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

আশঙ্কাকাজনক অবস্থায় পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পরবর্তীতে অবস্থার অবণতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার রাত ১০টার দিকে ইন্তাজ আলী শেখের মৃত্যু হয়।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা ইন্তাজ আলী শেখ নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শনিবার আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখ ও তার ছেলেকে মারপিটের ঘটনায় পরের দিন ১৭ জনকে আসামি করে ভেড়ামারা থানায় একটি মামলা দায়ের হয়। ইন্তাজ আলীর ভাই রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। এখন ইন্তাজ আলী শেখ নিহত হওয়ায় নতুন করে হত্যা মামলা দায়ের হবে। কারা কী উদ্দেশ্য এই হামলা ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে মোটিভ এখনো স্পষ্ট নয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আশা করছি, খুব শীঘ্রই হত্যাকাণ্ডের মোটিভ উদ্ধার এবং হত্যাকারীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

তবে পুলিশ পূর্বের মারপিট ও নিহতের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি।

হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে ধরমপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সাহাবুল আলম লালু জানান, বিভিন্ন দল থেকে বহিরাগতদের আওয়ামী লীগ ও যুবলীগে ভেড়াচ্ছেন উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ। তিনি দাবি করেন, যুবলীগ নেতা

আব্দুল আজিজের শেল্টারে থাকা দলের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীরাই ইন্তাজ আলী শেখের মতো ত্যাগী ও নিবেদিতপ্রাণ আওয়ামী লীগ নেতাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে।

তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এমনকি গোটা ইউনিয়নবাসী এই অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে আতংকিত এবং চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আমরা অবিলম্বে আওয়ামী লীগ নেতা ইন্তাজ আলী শেখের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা গেছে, ইন্তাজ আলী শেখ কিছু দিন আগে অনুষ্ঠিত ধরমপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া চেয়ারম্যান প্রার্থী সাহাবুল আলম লালুর পক্ষে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। লালু এই ইউনিয়নের পর পর দুই বার নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু ওই নির্বাচনে সাহাবুল আলম লালু মাত্র ৫০০ ভোটের ব্যবধানে উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজের ভাই শামসুল হকের কাছে পরাজিত হন। নির্বাচনে সাহাবুল আলম লালুর পক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা নিয়ে প্রতিপক্ষের বিরাগভাজন ছিলেন ইন্তাজ আলী শেখ।

এছাড়াও বাড়ির সামনের একটি জায়গার দখল নিয়েও ইন্তাজ আলী শেখের সাথে কয়েক জনের বিরোধ চলে আসছিল। ইন্তাজ আলী শেখ দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টার পরও ওই জমির দখল পাচ্ছিলেন না। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মিরপুরে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের হলরুমে এই বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মোবাইল ফোন আসক্তি প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মিরপুর উপজেলা প্রশাসন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

এসময় তিনি বলেন, পড়াশোনা, বিজ্ঞানচর্চা ও উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করাটা শিক্ষক ও অভিভাবকদের গুরুদায়িত্ব। আমরা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছি বলেই তরুণসমাজ মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটে আসক্ত হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, বিজ্ঞান জাদুঘর বিজ্ঞান বক্তৃতা ও কুইজ প্রতিযোগিতাসহ নানা সৃজনশীল ও মেধা বিকাশের কার্যক্রমে তরুণ প্রজন্মকে মগ্ন রেখে মোবাইল ফোনের আসক্তি থেকে মুক্ত রাখতে চায়।

মিরপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ জয়নাল আবদীনের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল কাদের।

এ সময় উপজেলার বিভিন্ন কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়

কুষ্টিয়ায় হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতি এলাকার ইজিবাইকচালক সুজন শিকদার হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি রাকিবুল ইসলাম আসাদকে (৩৬) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।

রোববার বেলা ১২টার দিকে কুষ্টিয়া কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং করে এ তথ্য নিশ্চিত করেন র্যাব ১২ এর অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মো. মারুফ হোসেন।

তিনি বলেন, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রাকিবুল ইসলামের বাড়ি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুরের দত্তপাড়া গ্রামে। গত রাতে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিরুলিয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র্যাব-১২ অধিনায়ক আরও জানান, ২০১৬ সালে হত্যাকাণ্ডের পর রাকিবুল ইসলাম গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় দেড় বছর জেল খাটে। এরপর জামিনে মুক্তি পেয়ে সে সাভারের বিরুলিয়া এলাকায় আত্মগোপনে থেকে সেখানে সে রাজমিস্ত্রির হেলপার, বালুরঘাটের পাহারাদার এবং সর্বশেষ কোমল পানীয়র একটি কোম্পানির ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কাজ করতো। এই হত্যা মামলা ছাড়াও রাকিবুলের বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র এবং দুটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলা রয়েছে। প্রেস ব্রিফিং র্যাব ১২ কুষ্টিয়ার কোম্পানি কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খানসহ র্যাব কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ২৮ মার্চ কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জগতি এলাকার ইজিবাইক চালক সুজন শিকদার (২৮) ভাড়ায় যাত্রী বহনের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। পরদিন ২৯ মার্চ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার সাতবাড়ীয়া এলাকার একটি লিচু বাগান থেকে সুজনের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করে ভেড়ামারা থানা পুলিশ। ইজিবাইক ছিনতাইয়ের উদ্দেশে সুজনকে হত্যা করা হয় বলে জানা যায়।

এ ঘটনায় করা মামলায় ২০২২ সালের ৪ অক্টোবর কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-১ এর বিচারক গ্রেপ্তার আসামি রাকিবুল ইসলামকে মৃত্যুদণ্ড ও দুই আসামিকে আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।

কুষ্টিয়ায় হত্যার শিকার সাংবাদিককে গ্রেফতারে বাড়িতে পুলিশ

কুষ্টিয়ায় নিখোঁজের পাঁচ দিন পর গত ৭ জুলাই সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রুবেলের (৩১) লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার সাড়ে তিন মাস পর তাকে গ্রেফতারের জন্য বাড়িতে গেছে পুলিশ।

শনিবার (২২ অক্টোবর) দুপুর সোয়া ১টায় কুষ্টিয়া শহরে রুবেলের বাড়িতে যান মিলপাড়া ফাঁড়ির সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আসাদুল ইসলাম।

রুবেলের চাচা মিজানুর রহমান বলেন, ‘ দুপুরের দিকে এএসআই আসাদুল কুষ্টিয়া শহরের এ/৩৯ নম্বর হাউজিং কালিশংকরপুরের বাসায় এসে রুবেলের খোঁজ করেন। কারণ জানতে চাইলে এএসআই বলেন, “রুবেলের নামে ওয়ারেন্ট আছে। তাকে গ্রেফতার করে ওয়ারেন্ট তামিল করতে হবে”। তখন ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে জানাই, “রুবেল কবরস্থানে শুয়ে আছে”। এ কথা শোনার পর রুবেলের মৃত্যু সনদ চান তিনি। তখন তাকে মৃত্যু সনদ সরবরাহ করা হয়।’

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানার মিলপাড়া ফাঁড়ির এএসআই আসাদুল ইসলাম বলেন, ‘আদালতের সিআর ৩১০/২২ নম্বরের ওয়ারেন্ট রুবেলের নামে ইস্যু হয়। এটি হাতে পাওয়ার পর তার বাসায় গিয়ে জানতে পারি, তিনি মারা গেছেন। এরপর তার মৃত্যু সনদ নিয়ে আদালতে একটি প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘হাসিবুর রহমান রুবেলের নামে চেক সংক্রান্ত একটি মামলায় (এনআইডি এক্টের ১৩৮ ধারায়) ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়েছে।’

উল্লেখ্য, হাসিবুর রহমান রুবেল কুষ্টিয়া জেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, স্থানীয় দৈনিক কুষ্টিয়ার খবর পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও দৈনিক আমাদের নতুন সময় পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি ছিলেন। নিখোঁজের পাঁচ দিন পর গত ৭ জুলাই দুপুরে কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নে গড়াই নদী থেকে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

প্রবাসে আটকে মুক্তিপন আদায় চক্রের ২ সদস্য গ্রেফতার

মানব পাচার ও প্রবাসে আটকে রেখে মুক্তিপনের টাকা আদায় চক্রের ২ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে কুষ্টিয়া পুলিশ। তারা অবৈধভাবে বিদেশে

মানব পাচার করে আবার প্রবাসেই তাদেরকে আটকে জবরদস্তিমূলক শ্রম আদায়ের উদ্দেশ্যে মুনাফা অর্জন করে পরিবারের লোকদের কাছ থেকে মুক্তিপনের জন্য চাঁদা আদায়কারী সংঘবদ্ধ চক্রের সদস্য|

শুক্রবার (২১ অক্টোবর) সারারাত দৌলতপুর থানাধীন অভিযান পরিচালনা করে তাদেরকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার দৌলতখালী এলাকার হাবিল সর্দারের ছেলে রেজাউল করিম হিমেল (৪০) ও দৌলতপুর মাদিয়া ত্রিমোহনী এলাকার রফিকুল ইসলামের ছেলে পারভেজ রানা (২৭)।

শনিবার ২২ অক্টোবর বেলা ১২ টার সময় কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনের মিডিয়া কক্ষে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পুলিশ সুপার খাইরুল আলম।

এ সময় আরো জানা যায়, কুষ্টিয়া দৌলতপুর সাদিপুর এলাকার আব্দুস সামাদের ছেলে ইশরাক শাহরিয়ার জয়কে কম্বোডিয়া দেশে ভালো বেতনে কম্পিউটারের কাজে চাকুরী দিবে মর্মে প্রতারক চক্র আশ্বস্ত ও প্ররোচিত করে। সেখানে প্রতি মাসে ১ লক্ষ টাকা বেতন এবং থাকা খাওয়া ও আকামাসহ যাবতীয় খরচ কোম্পানী বহন করবে মর্মে জানায়। প্রতারক চক্রের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ইশরাক শাহরিয়ার জয়ের অভিভাবকরা চলতি বছরের ২৩ মে ইং তারিখে জয়ের পিতা রেজাউল করিম হিমেলকে তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা প্রদান করলে গত ২৪ জুন ইং তারিখে তাকে বিদেশে কম্বোডিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। পরে আসামীদের ৮ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হলে বিভিন্ন বিকাশের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেয়। বাকী ৩ লক্ষ টাকা দিতে না পারলে তারা জয়ের কাছে থাকা দুইটি মোবাইল ও নগদ ৯০ হাজার টাকা নিয়ে পাসপোর্ট ভিসা কেড়ে নিয়ে রাস্তায় বের করে দেয়।

পরে বিষয়টি পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয় কম্বোডিয়ান দূতাবাস, থাইল্যান্ড দূতাবাস এবং দুই দেশের ইমিগ্রেশন ও টিকেট বাবদ ১ লক্ষ ৭৫ টাকা খরচ করে আউট পাশ দিয়ে জয়কে গত ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে আনা হয়। এরপর জয়ের পরিবার দৌলতপুর থানায় মামলা করেন। যার মামলা নং-৩১, তারিখ-১৯/১০/২০২২ ইং।

কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী বাস বন্ধ, ভোগান্তিতে যাত্রীরা

কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী কোনো বাস চলাচল না করায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।

শুক্রবার (২১ অক্টোবর) সকাল থেকে হঠাৎ করে এভাবে বাস চলাচল বন্ধের ফলে অনেকেই কাউন্টারে এসে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে বিকল্প হিসেবে ট্রেন ও প্রাইভেট কার ভাড়া করে খুলনায় যাচ্ছেন অনেকে।

শুক্রবার সকাল ৬টা থেকে শনিবার (২২ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কুষ্টিয়া-খুলনা রুটে এ বাস চলাচল বন্ধ থাকবে বলে নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মাহাবুল ইসলাম।

তিনি জানান, খুলনায় জেলা বাস-মিনিবাস মালিক সমিতি ও খুলনা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন যৌথভাবে শুক্র-শনিবার বাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। যার কারণে খুলনা রুটে বাস চলাচল বন্ধ। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও মহাসড়কে নসিমন, করিমন, মাহিন্দ্রা, ইজিবাইকসহ তিন চাকার অবৈধ যানবাহন চলাচলের প্রতিবাদে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।

এদিকে কুষ্টিয়া থেকে খুলনাগামী বাস বন্ধ থাকায় কাউন্টারে আসা যাত্রীরা ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। আছিয়া বেগম নামে এক যাত্রী জানান, হুট করে এভাবে বাস চলাচল বন্ধের ফলে টার্মিনালে এসে ফিরে যেতে হচ্ছে। কয়েক দিন পরপরই বাস মালিক সমিতি বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে এমন ধর্মঘট করায় সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়।

আরিফুল ইসলাম নামের আরেক যাত্রী জানান, বাস বন্ধ থাকায় ট্রেনে যেতে হবে। তাই টার্মিনাল থেকে ষ্টেশনে যাচ্ছি ট্রেন পাওয়ার জন্য।

সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি খুলনাগামী শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রত্যাশিরাও ভোগান্তির স্বীকার হচ্ছেন। সরেজমিনে শুক্রবার কুষ্টিয়া বাস টার্মিনাল থেকে খুলনাগামী কোনো বাস চলাচল করেনি। খুলনাগামী অধিকাংশ পরিবহনের কাউন্টার বন্ধ।

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সাংসদ সোহরাব উদ্দিন অভিযোগ করেন, কেন্দ্র ঘোষিত খুলনা শহরের সোনালী ব্যাংক চত্বরে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। যাতে আমাদের নেতাকর্মীরা সমাবেশ স্থলে পৌঁছাতে না পারে এজন্য বাস বন্ধ রয়েছে। এটা সরকারে একটা চক্রান্ত।

এছাড়া রাতে আমাদের নেতাকর্মীদের বাড়ীতে পুলিশ গিয়ে হয়রানিসহ কয়েকজনকে আটক করেছে। তারপরেও আমরা গণসমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, সরকার আমাদের সভা-সমাবেশ করার সাংবিধানিক অধিকারও কেড়ে নিচ্ছে।

কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ মেহেদী রুমী জানান, খুলনা বিভাগীয় গণসমাবেশ অংশ নেওয়ার জন্য আমাদের নেতাকর্মীরা বাসের পরিবর্তে ট্রেন, প্রাইভেট কার, ট্রাক, মোটরসাইকেলসহ অন্যান্য যানবাহন যেটা পাচ্ছে, তাতেই খুলনার দিকে যাচ্ছে। সরকার বাস বন্ধ রেখে আমাদের নেতাকর্মীদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না

আওয়ামী লীগের শেকড় অনেক গভীরে : হানিফ

আওয়ামী লীগের শেকড় অনেক গভীরে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামীলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুব-উল আলম হানিফ।

আওয়ামী লীগ কখনো অন্যের শক্তি সামর্থ্য দেখে বিচলিত হওয়ার দল নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ অনেক শক্তিশালী দল। আওয়ামী লীগের শেকড় অনেক গভীরে।’

মঙ্গলবার সকালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

‘আওয়ামী লীগ একটি বটগাছ’ এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘বটগাছকে

ছোটখাটো ধাক্কা দিয়ে কিছু করা যায় না। জনগণ যতদিন চাইবে আওয়ামী লীগ ততদিনই ক্ষমতায় থাকবে।’

হানিফ আরো বলেন, ‘বহুবার বিএনপির তর্জনগর্জন শুনেছে দেশের জনগণ। কিন্তু সেই তর্জনগর্জন জনগণ আমলে নেয়নি। সুতরাং জনগণ যতদিন চাইবে, আওয়ামী লীগ ততদিনই ক্ষমতায় থাকবে।’

ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের এই সিনিয়র নেতা বলেন, ‘ষড়যন্ত্রের কাছে পরাজিত হওয়ার পর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের রেকর্ডও আওয়ামী লীগের আছে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসবে।’

জেলা পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে দাবি করে আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘সারা দেশে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইলেকশন কমিশনের কর্মকাণ্ডও গ্রহণযোগ্য ছিল।’

বঙ্গবন্ধুর ছোট ছেলে শহীদ শেখ রাসেলের কথা তুলে ধরে হানিফ বলেন, ‘শিশুরা হচ্ছে ফুলের বাগানের মতো। শিশুদের মন থাকে কোমল। সেই কোমলমতি হৃদয়ে তাকে ধারণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে- এটিই আমাদের প্রত্যাশা।’

এ সময় কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাব জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদ প্রশাসক হাজী রবিউল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী ফারুকউজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসেন রাজু ও মাযহারুল আলম সুমন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আজ ছেঁউড়িয়ায় বসছে সাধুর হাট

বাউল সম্রাট ফকির লালনের ১৩২তম তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে শুরু হচ্ছে তিন দিনব্যাপী আলোচনা, সংগীতানুষ্ঠান ও লালন মেলা।

দমানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি’ শ্লোগান নিয়ে আজ সোমবার (১৭ অক্টোবর) থেকে কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ার আখড়া বাড়িতে শুরু হচ্ছে এ লালন মেলা। ১৯ অক্টোবর শেষ হবে এ অনুষ্ঠানের। তবে এর আগেই মনের টানে চলে এসেছেন সাধু-বাউল-ভক্তরা। লালনের গানে গানে প্রচার করছেন তার মানব দর্শনের। গুরু-শিষ্যর মিলনের এই ক্ষণ যতটা দীর্ঘ করা যায় সেই লক্ষ্যে অনুষ্ঠান শুরুর আগেই চলে আসেন তারা।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় কুষ্টিয়া লালন একাডেমির আয়োজনে এ তিরোধান দিবস পালন উপলক্ষে আখড়া বাড়িতে সকল প্রস্তুতি শেষ করা হয়েছে।

সত্য ও সু-পথের সন্ধানে মানবতার দীক্ষা নিতে ইতোমধ্যেই আত্মার টানে দেশ-বিদেশের সাধুগুরু ও ভক্তরা দলে দলে এসে আসন গেড়েছেন সাঁইজির (লালন শাহ) মাজারে। মূল উৎসব শুরু হওয়ার আগেই আখড়ায় আসা বাউল সাধকরা মাজারের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে গেয়ে চলেছেন সাঁইজির আধ্যাত্মিক মর্মবাণী। কুষ্টিয়া পরিণত হয়েছে উৎসবের শহরে।

সোমবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি তিনদিন ব্যাপী লালন মেলার উদ্বোধন করবেন।

তিরোধান দিবস উপলক্ষে লালন শাহের মাজার প্রাঙ্গনে বসেছে সাধুদের হাট। কালিগঙ্গার ভরাট জায়গায় হরেক রকমের পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসছেন ব্যবসায়ীরা। মেলায় থাকছে মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, জিলাপিসহ নাগরদোলা ও আসবাবপত্রের দোকান।

আখড়াবাড়ি চত্বর ও আশে পাশে লালন ভক্তরা আসন গেঁড়ে বসেছেন। তাদের মুখে মুখে সাঁইজির বাণী। লালন একাডেমির শিল্পী শিরীন আক্তার বলেন, ‘লালনের গান বিভিন্নভাবে ও মিউজিক দিয়েও গাওয়া হচ্ছে। লালনের প্রকৃত সুর ধরে রাখার চেষ্টা করছি।’

তিনদিন ধরে লালনের গানের আধ্যাত্মিকতা তুলে ধরা হবে তার সুরেই। ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর (পহেলা কার্তিক) লালনের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর ভক্তরা এ ধারা অব্যাহত রেখেছে।

প্রতিবছরই লালনের তিরোধান দিবসে বাউলভক্ত সাধু-গুরুরা আখড়াবাড়িতে চলে আসে কয়েকদিন আগেই। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। লালনের জাতহীন মানবধর্মে দীক্ষিত হয়ে তার জীবনকর্ম, ধর্ম-দর্শন, মরমি সংগীত ও চিন্তা-চেতনা থেকে শিক্ষা নিতে দাওয়াতপত্র ছাড়াই

দিনক্ষণ ঠিক রেখে এবারও সাঁইজির ধামে ছুটে এসেছে ভক্ত, অনুসারী, দর্শনার্থীরা।

লালন একাডেমির সভাপতি ও কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জানান, ফকির লালন শাহের তিরোধান দিবস উপলক্ষে এবার তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই প্রায় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।’

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খায়রুল আলম জানান, সুষ্ঠুভাবে আয়োজন সম্পন্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি অনুষ্ঠানস্থলে থাকছে র্যাব ও সাদা পোশাকে গোয়েন্দা পুলিশ।

লালন একাডেমির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সেলিম হক বলেন, ‘ফকির লালন জীবদ্দশায় দোল পূর্ণিমায় সাধু-ফকিরদের একত্রিত করে উৎসব করতেন। দিনরাত গান আর গুরু-শিষ্যের পরম্পরা চলত। ২০০ বছরের সেই রেওয়াজ এখনো আছে। এর সঙ্গে ১৩২ বছর ধরে তিরোধান দিবস পালন করা হচ্ছে। এটিও একই আদলে।

সাঁইজির বারামখানায় বসেছে ভবের হাট। ‘এসব আয়োজনে কোনো দাওয়াতের দরকার হয় না, দিনক্ষণ ঠিক রেখে আগেই সাঁইজির বারামখানায় চলে আসেন দেশ-বিদেশের সাধু-বাউল-ভক্তরা। বছরে দুটি বড় উৎসবের মাধ্যমে লালনের অসাম্প্রদায়িক দর্শন বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে।’

ছেঁউড়িয়া লালন মাজারের খাদেম মহম্মদ আলী শাহ জানান, সাঁইজির তিরোধান দিবসে এ সময় আখড়াবাড়ি দেশ-বিদেশ থেকে আগত লাখো প্রাণের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে। প্রতিবছরের মতো এবারেও লালন ভক্তদের জন্য বিকালে অদিবাস, সকালে বাল্যসেবা ও দুপুরে পূর্ণসেবা ব্যবস্থা রয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃটিশ শাসকগোষ্ঠির নির্মম অত্যাচার গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনকে যখন বিষিয়ে তুলেছিল, ঠিক সেই সময় সত্যের পথ ধরে, মানুষগুরুর দীক্ষা দিতেই সেদিন মানবতার পথ প্রদর্শক হিসাবে বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের আবির্ভাব ঘটে কুমারখালির ছেঁউড়িয়াতে। লালনের জন্মস্থান নিয়ে নানা জনের নানা মত থাকলেও আজও অজানায় রয়ে গেছে তার জন্ম রহস্য।

লালন ছিলেন নিঃসন্তান। আর্থিক অসংগতির কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। তবে তিনি ছিলেন স্বশিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি প্রায় এক হাজার গান রচনা করে গেছেন। ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর ভোরে এই মরমী সাধক বাউল সম্রাট দেহত্যাগ করেন এবং তাঁর সাধন-ভজনের ঘরেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।